OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 401 - 411
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটকে নৈরাজ্য ও অবক্ষয়

মোছাঃ শামীমা নাজনীন তনিমা
প্রভাষক, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী
Email ID: tonimakhandakar33@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Society, Culture, Politics, Economy, Decay, Despair, Capitalism, Liberation War.

Abstract
Abdullah Al-Mamun is one of the most prominent Bangladeshi playwrights who have gained popularity after the victory of the freedom war. In his works, He depicts the confusion and moral degradation that followed the war with extraordinary brilliance. The research aims to identify how the playwright depicts the political, social, economic and cultural reality of post-independence Bangladesh through his plays. Instead of humanism, justice, equality and non-communalism which the people of Bangladesh had achieved through the victory of the liberation war, widespread corruption, abuse of power, economic inequality, unemployment, political impotence, military government, fundamentalism and revival of Razakars led to frustration and decay. Abdullah Al-Mamun gave dramatic form to this crisis-ridden reality, portraying society's moral collapse in a multidimensional way. Analysis of the plays Subachan Nirbashane, Ekhon Dukshomoy, Ebar Dhora Dao, Senapati, Aynay Bandhur Mukh, Ekhono Kritodas, Tomrai, Tritiyo Purush, Kokilara, Ujan Pabon, Sparddha, Mike Master, Meraj Fokirer Ma and Meherjaan Arekbar reveals that the playwright placed the erosion of values, class disparity, capitalist exploitation, the directionlessness of youth, the devaluation of freedom fighters, the oppression of women, the misuse of religion and cultural crisis at the center of his dramatic thought within the social reality of post-independence Bangladesh. His characters do not represent merely individual crises; rather, they become symbols of the despair, deprivation, resentment and existential crisis of the entire nation. At the same time, the playwright identifies economic inequality, the centralization of power and the absence of social justice as among the primary causes of moral decay. Abdullah Al-Mamun's plays are not only a reflection of the present reality but also a true depiction of the historical events, social and political life in post-independence Bangladesh, loss of human values and decline of the nation's conscious. In his dramatic world, the portrayal of despair and decay stands established primarily as a critical commentary on the deviation from the ideals of independence and the ever-increasing inequality between the state and society.

Discussion

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মুক্তি পাগল মানুষের বাংলাদেশকে ঘিরে অপরিমেয় প্রত্যাশা ছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া এই মানুষদের আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ ও পূর্ণতা-অপূর্ণতা সমান্তরালভাবে ভাঙতে থাকে। ফলে আপামর জনতার ভেতর পুঞ্জিভূত হতে থাকে ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও অবক্ষয়। অপরদিকে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ হানা দেয়। ফলে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত মানুষ ধাবিত হয় অন্যায় প্রবৃত্তির দিকে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এই অস্থির সময়ে সুবিধাবাদী শ্রেণি তৈরি হয়। তারা নিজ স্বার্থ হাসিলসহ ভোগ-লালসায় মত্ত হয়। মূলত, এসব কারণে সমাজে অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও মানুষ যে মঙ্গলময় আকাঙ্ক্ষায় নিজের ক্ষুদ্র বলয় বাদ দিয়ে সর্বজনীন আবর্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলেন; যুদ্ধোত্তর বাস্তবতায় তা ছিন্নপত্রের মতো উবে যায়। এরপর বাস্তবতা, স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় মানুষের শুদ্ধ চিন্তা ও মূল্যবোধ কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। স্বাধীনতার বৃহত্তর মনোবাঞ্ছার বিপরীতে সংকীর্ণ চিন্তা, ক্ষমতা ও শক্তির আস্ফালনে পরাজিত হয় মানুষের অধিকার ও শান্তির অন্বেষণ। স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, যুব-সমাজের প্রবল অনিশ্চয়তা; সমাজের আদি নীতিবোধকে অচল প্রতিপন্ন করে। এর ফলে সমাজে হতাশা, নৈরাজ্য ও অস্তিত্বহীনতা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষের প্রতি একধরনের নেতিবাচকতা তৈরি হয়। জীবন সংগ্রামে পর্যদস্ত মানুষ শেকড় ছাড়া, গৃহছাড়া ও অস্তিত্বহীন হয়ে অন্যায়ের ভূমিতে বিচরণ করে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে। বস্তুত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে প্রেম ও মানবতার বাণী নিয়ে এসেছিল, তা স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে ঘৃণা ও বিবেকহীনতায় পরিণত হয়।

এরপর ১৯৭৫ সালে বিশৃঙখলা আরো অনিশ্চিত পরিবেশ তৈরি করে। এছাড়াও দেশে সামরিক শাসনের বেড়াজালে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে। হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি ও অর্থনৈতিক দুর্বলতায় সৃষ্টি হয় নৈরাজ্য ও অবক্ষয়। আশ্চর্যজনকভাবে এটাও সত্য যে, বাঙালি জাতির যে গণমানুষের যুদ্ধ যা ধর্ম, ভাষাগত অধিকার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। এ সময়েই সেই মৌলবাদী দর্শন ও ঘাতকের চিন্তা দ্বারা আবার প্রভাবিত হয়। এভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের অসাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি সম্প্রদায়িকতার ভেদজ্ঞানে হারিয়ে যায়। মানুষের পরিচয় মানুষ না হয়ে ধর্মের দেয়াল উঠে যায়। মানুষে মানুষে এই দেয়াল তৈরি করে রাজনৈতিক লুটেরা ভাগ-বাটোয়ারায় মেতে ওঠে। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রের চিন্তা ও দর্শন ক্রমান্বয়ে বদলাতে থাকে। অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত মানুষ হতাশা ও অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত মানুষ ভারত থেকে ফিরে তাদের বসতভিটা ফেরত পায়নি। সেগুলো দখল করেছিল নামমাত্র অনেক মুক্তিযোদ্ধা। ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযুদ্ধের আগস্ট মাসে যোদ্ধার সংখ্যা ৩৯ হাজার শুনে বিহ্বল হয়েছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধ শেষে যদিও সংখ্যাটি বেড়ে ৫৫ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। যাদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। নকল এসব মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধের সময়টিতে যুদ্ধ না করেও মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়। ইতালীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারক Giuseppe Mazzini (১৮০৫-১৮৭২) কে অনুসরণ করে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে উদার জাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর হত্যার পেছনে কারণ হিসেবে ছিল সামরিক শাসন কায়েম ও আবার বাংলাদেশের মানুষকে পাকিস্তানি শাসকদের আদলে শোষণ ও নির্যাতন করা। যেমন - চিলির আলেন্দেকে হত্যা করে পিনোশে সামরিক রাজত্ব কায়েম করে গণহত্যা চালায়। বাংলাদেশে সামরিক শাসনের কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি করায়ত্ত, ঋণের নামে ব্যাংক লুট ও ধর্মের নামে মানুষকে জিম্মি করে রাখা চলতে থাকে। ফলে সমাজে মানুষ বিশেষত নারী অবমাননা, অনৈতিক কাজে দ্বিধাহীনতা ও সর্বোচ্চ অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয় মানবিক মূল্যবোধের। এরপরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকটা পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের আদলেই শুরু হয়। এই সময়ে একাত্তরের রাজাকারদের পুনর্বাসন মৌলবাদীদের উত্থানের আরেকটি কলঙ্কময় অধ্যায়। পুনর্বাসিত রাজাকাররা রাজনীতি, সমাজ ও ব্যবসায় পাকাপোক্ত অবস্থান তৈরি করে। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের চিত্র একদমই আলাদা হয়ে যায়, যেখানে মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন না হয়ে অবহেলিত হয়ে তাঁরা দিনাতিপাত করেন। এই অরাজকতার পরিস্থিতিতে এরিস্টটল ও প্লেটো কর্তৃক পলিসির সঙ্গে সংস্রবহীন সমগ্রতার শাসন এবং বৈষম্যহীন সমাজ সংস্থানের অঙ্গীকার ক্রমান্বয়ে নিভতে থাকে। তথাকথিত এ সময়ের গণতন্ত্র সমাজে উঁচু-নিচু বৈষম্য, ভাগ-বাটোয়ারা সংস্কৃতির বিকাশকে গতিহীন করেছে। অন্যদিকে স্তিমিত করেছে বাঙালির আজন্ম লালিত অসাম্প্রদায়িকতা, ঐতিহ্য ও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সংস্কৃতিকে। আঁকড়ে ধরা চোরাবালির এ শূন্যতা ও হতাশার মধ্যে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস স্বভাবতই টলে যায়। তবুও এমন পরিবেশে মানুষ আঁকড়ে ধরতে চায় আস্থা, বিশ্বাস ও আশার চারণ ভূমি। যখন কোনো প্রাপ্তি জোটে না তখন মানুষ ঝুঁকে পড়ে অদৃষ্ট ও কুসংস্কারের দিকে। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসের ভ্রমে মৌলবাদীর পুনরুত্থান সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর বাঙালি সর্বজনীন চেতনা অপসৃত হলে দ্রুত শোষণ করতে থাকে শত্রুর চরিত্র ও দর্শন। ফলে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভূমি দখল, নদী দখল এবং রাজাকাররা হয়ে ওঠে সমাজের নীতি নির্ধারক। প্রশাসনের দুর্নীতি, যোগ্যদের অবমূল্যায়ন প্রজন্মের নিরাশা ও অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার ক্ষমতার দাপটে ও শ্রেণিবিভাজিত সমাজের অসম বণ্টনে তৈরি হয় নানা অসামঞ্জস্য। এসবের কারণে মানুষ সহজেই জড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা, হাঙ্গামা ও খুনের মত অপরাধে। আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অসম বণ্টনের ফলে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় তাতে মানুষ খুব সহজেই অপরাধপ্রবণ হয়। কার্ল মার্ক্সের তত্ত্বে বলা হয়েছে, সমাজে মানুষের উৎপাদনমুখী ভূমিকা যদি অস্বীকার করা হয়, তবে মানুষ হয়ে পড়ে নীতিহীন। এসব কারণে সামাজিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

এসব সামাজিক ও রাজনৈতিক ভঙ্গুরতা নাট্যকার আবদুল্লাহ আল-মামুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সে সময়ের নানা অসঙ্গতি, অবক্ষয় ও নিরাশা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে নাটক রচনা করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি এ সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক ক্ষয় ও মানুষের মূল্যবোধহীনতা অবলম্বন করে তাঁর নাটকে তুলে এনেছেন চোরাবালিতে আটকে পড়া মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ। সমকালীন এইসব প্রেক্ষাপট অবলোকন করে; নাটক রচনার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ আল-মামুনের প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ এবং সমকালীন সমাজ জীবনের ও নৈরাশ্য অবক্ষয়।

আবদুল্লাহ আল-মামুনের *সুবচন নির্বাসনে* নাটকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দেশের ঔচিত্যবোধ, সততা ও মানবিকতার চরম অবক্ষয় দেখানো হয়েছে। আদর্শ শিক্ষক পিতা তাঁর সন্তানদের জীবনভর শিখিয়েছেন 'সততাই মহৎ গুণ', 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে', 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। এসব নৈতিক মূল্যবোধ শেখানোর পরেও তাঁর সন্তানরা যথাযথ মূল্যায়িত হয়নি সমাজে। কেননা স্বাধীনতা উত্তর সমাজে নীতিবোধের সংজ্ঞা পাল্টে গিয়েছে। ফলে প্রতিপদে হোঁচট খাওয়া সন্তানেরা পিতাকে নীতিবোধের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সেখানে বড় ছেলে খোকন বলেছে -

> "ইনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন 'সততাই মহৎ গুণ'। একে গুণ তাতে আবার মহৎ – কাজেই তাঁর কথা আমি ফেলতে পারিনি। সৎ হয়েছিলাম। সৎ থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত সৎ হয়ে বাঁচতে পারিনি।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১ : ১৮-১৯)

এর কারণ খোকন পড়াশোনা করেও যে আশানুরূপ চাকরি পায়নি অথচ তার বন্ধু যে কিনা থার্ড ক্লাস পেয়ে সেই চাকরিটি পেয়ে যায়। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে দুর্নীতি যেন বাঙালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। তারই প্রতিচ্ছবি বন্ধুর বক্তব্যে -

> বন্ধু : যেখানে ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন পাওয়া ক্যান্ডিডেটরা হালে পানি পেল না, সেখানে আমি থার্ড ডিভিশনে ঠিক কূলে পৌঁছে গেলাম। চাকরির বাজারে কেউ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কনসিডার করে না।

মেজো ছেলে তপনকে স্কুল শিক্ষক পিতা শিখিয়েছেন পড়াশোনা শিখলে তবে গাড়িতে ওঠা যায় অর্থাৎ ভালো চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু তপন পড়াশোনা না করেও মাস্তানি করে টাকা পয়সার মালিক হয়েছে। সে বন্দুক দেখিয়ে অফিসের বসের থেকে টাকা ছিনতাই করেছে। ফলাফল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে পড়াশুনা না করেও গাড়িতে উঠা যায়। তপনের বক্তব্য -

> "কি হয়? আমি তো শেষ পর্যন্ত লেখাপড়া করিনি – কিন্তু গাড়িতে চড়েছি। আমার বড় ভাই লেখাপড়া করেছিল – কোনদিন গাড়িতে চড়তে পারেনি। সোজা কথা – কোন প্যাঁচঘোচ নাই।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৩০)

অপরদিকে তাঁর ছোট মেয়ে রানু স্বামীর বসকে মদ পরিবেশন না করায় ব্যাকডেটেড প্রমাণিত হয়েছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবডালে রানু পরিণত হয়েছে অকেজো মানুষে। তার কেরানি স্বামী বলেছে - "তুমি একেবারেই অচল"। প্রবল জীবনবাদী ও আদর্শের প্রতিভূ স্কুল মাস্টার কাঠগড়ায় নিজেকে অপরাধী হিসেবে আবিষ্কার করেছে। তিনি সততার অবমাননায়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অবদমিত হয়ে আদালতের কাছে নিজের শাস্তি চেয়েছেন। স্কুল মাস্টারের আশা-আকাঙ্ক্ষায় দোলাচলে নৈরাশ্য বাসা বেঁধেছে। তাই তিনি স্বীকার করেছেন -

> "পিতা : কিন্তু আমার মেয়ে কি সত্যিই অচল ছিল? জীবনের সমস্ত সুখ থেকে—ভোগ থেকে—মিথ্যাচার থেকে আমি আমার সন্তানদের আড়াল করে রেখেছি—শুধু একটা আশায় ওরা মানুষ হবে, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। ওরা পায়নি।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৪৯)

আবদুল্লাহ আল-মামুনের সুবচন নির্বাসনে নাটকটি স্বাধীনতা-উত্তর সমাজের নীতিবোধের স্খলন ও নৈরাশ্যের বহিঃপ্রকাশ। এ সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—

> "সুবচন নির্বাসনে নাটকটি স্বাধীনতা উত্তর বাঙালি ও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ভাঙ্গনের সংকট ও তার খণ্ড চিত্ররূপ।" (সৈয়দ জামিল আহমেদ ১৯৯৫: ৭৮)

এখন দুঃসময় নাটকে দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যায় গ্রাম বাংলার ফসলের মাঠ উপচে রাজধানীর মতিঝিল পেরিয়ে কাপ্তানবাজার, তেজতুরিবাজার, ফকিরাপুলবাজার, মগবাজার ও কারওয়ানবাজার পর্যন্ত দ্রব্যমূল্যের সুউচ্চ ঢেউ তোলে। তখন গ্রামের আড়ৎদার ও কালোবাজারি মজুতদার বেপারি আস্তানা গড়ে জঙ্গলে। তার উদ্দেশ্য ত্রাণ সরবরাহকারী নৌকা ও গ্রামের মানুষদের শেষ সম্বল কেড়ে নেওয়া। গ্রামের খাদ্যহীন মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে খাবারের জন্য। শাসকশ্রেণি যাদের হাতে জনগণের দায়িত্ব দেয় তারা খাবার নিক্ষেপ করে নিজেদের উদ্ধার করে কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষ সত্যিই খাবার পেল কিনা তা নিয়ে চিন্তা করেনা। এ বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয় নাগরিকের কথোপকথনে পরিস্ফুট হয়। যেমন -

> "প্রথম নাগরিক : ক্যাপিটাল সিটিতে বন্যা—অসহ্য।
> দ্বিতীয় নাগরিক : দেশের দুই-তৃতীয়াংশ বন্যা কবলিত।
> প্রথম নাগরিক : আমরা রিলিফ ওয়ার্ক করার নিয়মিত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।
> দ্বিতীয় নাগরিক : মানুষ অন্নের অভাবে ভুখা।
> প্রথম নাগরিক : আমরা বরাবরই খাদ্য নিক্ষেপ করে থাকি।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৫৭)

এ সময়ের এই দুর্গত জীবন নিয়ে এক শ্রেণি তাদের স্বার্থ আদায় করতে তৎপর হয়। এ নাটকে দেখা যায় -

> "বেপারি : আমার মাতায় আরেকটা ব্যবসা ভনভন করতাছে। গেরামে মানুষ না খাইয়া আছে, আন্দাজ কতদিন?
> মুন্সি : সাত—দশ—পনেরো—বিশ, কেন কন তো!
> বেপারি : জমি বেচাইয়া ফেলাইতে কও।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৭৪)

অথচ বেপারির এই বন্যায় সবাইকে সাহায্য করা উচিত ছিল। অর্থের লোভে মানুষের দুঃসময়কে পুঁজি করে সে অবক্ষয়িত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। অবদুল্লাহ আল-মামুন এই নিম্ন মানসিকতার চারিত্রিক স্খলনও অনেক নিপুণতার সাথে দেখিয়েছেন। ক্ষুধার্ত জরিনাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে বেপারি তাকে নিগৃহিত করেছে। যেমন-

> "জরিনা : খবরদার কেউ আমাদের ঘুমাইতে কইবা না। চুপ চুপ। আইছে—ঠিক আইছে—ঘুমের কথা শুনছে আর পাও টিপ্যা টিপ্যা আইয়া খারাইছে। তরে আমি চিনি না। তুই আমারে ঘুম পারাইয়া আমার সর্বনাশ করছস, তরে আমি ভুইলা যামু।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৬৩)

জরিনাকে একান্ত ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করতে বেপারি তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। আবদুল্লাহ আল-মামুন এর মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের বহু-বিবাহ নামক অপ-সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেখানে বেপারি বলেছে -

> "একজন মাইয়া মানুষ পোষা কি যেমুন তেমুন কতা রে? আগিলা দিনে রাজা বাদশারা হালি হালি মাইয়া মানুষ পুষত অহন রাজা বাদশা গো দিন নাই ঠিক অই, কিন্তু হেই মিয়া গো মেজাজ মর্জির আছরটা ঠিকই আছে। দশ জনের দোয়ায় দৌলতে হেই মেজাজ মর্জির সামাইন্য কিছু এই কালু বেপারির রক্তেও ভর করছে।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৭২)

এখন দুঃসময় নাটকটি সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—

> "সুবচন যেমন নির্বাসনে চলে গেছে, তেমনি সমাজে মানবিক সুনীতিও দুর্লভ হয়ে ওঠে। মহাজন খাদ্য মজুদ করে, বন্যার্ত তরুণীর দিকে লোভাতুর হাত বাড়িয়ে দেয়।" (শফি আহমেদ ২০০৮: ৪৫)

আবদুল্লাহ আল-মামুন স্বাধীনতা-উত্তর মানবিকতার অধোগতিতে তরুণ সমাজের দিশেহারা অবস্থায় উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। অতীতের রুদ্ধশ্বাস এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। *এবার ধরা দাও* নাটকটি স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে নৈরাশ্য ও অবক্ষয়কে ধারণ করে লিখিত হয়েছে। এ নাটকটিতে তরুণের যে চাকরির সংকট তা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সৃষ্ট। পুঁজিবাদী সমাজ বাস্তবতায় অর্থ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হয়। অপরদিকে অর্থ সংকটের ফলে যুবক বাড়িতে অবমূল্যায়নের শিকার হয়। তরুণকে বি. এ. পাশের পরেই কাজের তাগাদা দেওয়া হয়। এর একমাত্র কারণ অর্থনৈতিক দৈন্যদশা। এমন অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বাবার কাছে শিক্ষার মানে শুধু অর্থ উপার্জনই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তরুণদের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা হয়না। তবে তরুণদের এই আশাহীনতাকে ব্যবহার করে তাদের বিপথে চালিত করে একশ্রেণির লোক। যাদের কথা তরুণের সংলাপে উঠে আসে -

> "তরুণ : প্রকাশ্য দিবালোকে মাতাল হচ্ছে, নেকসট জেনারেশনের হাতে পিস্তল ধরিয়ে দিচ্ছে, তবু এরাই একেকজন মহাপুরুষ। একটিভিটি বলতে এরা বোঝে ভায়োলেন্স। কাজ চাইলেই ভায়োলেন্ট হবার পরামর্শ দেয় তবু এদের কোনো দোষ নেই এরাই মহাপুরুষ।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৮৬ : ২১)

বয়োবৃদ্ধ বাবা ভাবে তার ছেলে বড় হয়ে তাকে সাংসারিক দায়িত্বের ভার থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু সে পারেনা। বাবার মধ্যে এই যে প্রত্যাশা সেটি থেকেই নিরাশার সৃষ্টি হলে বাবা মন্তব্য করেন -

> "আমি পেট পুরে খেতে চাই। নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চাই। সেজন্য আমার টাকার দরকার। সে টাকা দিবি তুই। সারাজীবন যা রোজগার করেছি সব আমি তোর পেছনে ঢেলেছি। টাকা ফেরত দে হারামজাদা।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৮৬ : ৪৬-৪৭)

সাংসারিক টানাপোড়েন ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় বাবার শিক্ষার পেছনের ব্যয়-ভারকে অর্থহীন ভেবেছেন। অন্যদিকে পুঁজিবাদী ধনাঢ্য মহিলা তার ভাইকে পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করতে চায় কিন্তু সে মানুষ হতে পারেনা। মহিলার ইচ্ছা ছিল ভাইকে বিদেশে পাঠিয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে। কিন্তু টাকার প্রাচুর্য তাকে অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে। একদিকে টাকার জন্য জীবন হারিয়ে যায় অন্যদিকে বাবা তার মেয়েকে খদ্দেরের কাছে পাঠায়। বাবার এই হীন কাজ তাকে আরও বিবেকহীন করে তুলেছে। বাবার মন্তব্য -

> "বাবা : যার বাড়ি ভাড়া দেবার মুরোদ নেই, বুড়ো বয়সে যে শান্তি মতো দু'মুঠো খেতে পায় না। যার ছেলে কাজ পেয়ে ঘরে টাকা আনতে পারে না, মেয়ের দালালকে ঘরে ডেকে আনা ছাড়া তার উপায় কি?" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৮৬: ৬২)

আবদুল্লাহ আল-মামুন এই নাটকে মানবিকতার চরম লাঞ্ছনা তুলে ধরেছেন। *এবার ধরা দাও* নাটকের শুরুতে আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেছেন–

> "স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে একাত্তর থেকে শুরু করে পঁচাত্তরের প্রায় শেষ ভাগ পর্যন্ত মানবিক জীবনের অনিবার্য মূল্যবোধগুলোর যে অধোগতি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, স্বাভাবিকভাবেই তা আমাদের নাড়া দিয়েছে। আমি আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করে শিউরে উঠেছি, তৎকালীন বাংলাদেশে বিক্ষুব্ধ তারুণ্য দিশেহারা হয়ে এক শূন্যতার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৮৬ : সবিনয় নিবেদন)

আবদুল্লাহ আল-মামুন *সেনাপতি* নাটকের অন্তরালে শ্রেণিদ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়াও তাঁর নাটকে পুঁজিবাদী সমাজ, ভয়ানক পুঁজিবাদী লোভ, নৈতিক অবক্ষয়, অত্যাচার ও শ্রমিক আন্দোলন সমানভাবে এসেছে। আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকে সবসময় সমকাল, কপটতা, ভন্ডামি, নীতিহীনতা ও স্বার্থপরতার সূক্ষ্মাতীসূক্ষ্মরূপগুলোকে প্রকাশ করতে চান। একজন কমিটেড শিল্পী হিসেবে সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁর এক ধরনের দায়বদ্ধতা ছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর *সেনাপতি* নাটক রচিত হয়। এ নাটক সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন–

> "আবদুল্লাহ আল মামুন সেনাপতি নাটকের রূপকের আড়ালে শোষিত সমাজ-জীবনে চিত্র অঙ্কন করেছেন।" (ড. সোলায়মান কবীর ২০১২: ৫৮)

এ নাটকে শিল্পপতি স্যারের ব্যবসা ও সম্পদের রক্ষক, আব্বাস আলী তালুকদারের মাধ্যমে প্রথমে অর্থহীন এবং বেকার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থায় নিজের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে তালুকদারের স্ত্রীর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। নিজের এই আর্থিক ও মানসিক কষ্ট তাকে সবসময় পীড়িত করেছে। ফলে নিজের প্রতি এসব অবহেলা, গ্লানি দূর করতে প্রথমে শিল্পপতি স্যারের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং শেষে আব্বাস আলী তালুকদার পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্যাঁচে ফেলে শিল্পপতি স্যারকে ভক্ষণ করে। আব্বাস আলী তালুকদার যেন একটা মায়াজাল তৈরি করে যেখানে তার কোন কূটবুদ্ধি মালিকের সামনে প্রকাশিত হয় না। অর্থের মোহে সে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে যায় যে তার কাছে সমাজ ও সংসারের কেউ নিরাপত্তা পায় না। স্ত্রী মেরির উপার্জনের টাকায় সে এতদিন জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু পরবর্তী সময়ের নৈতিক অবক্ষয়ে টাকার জন্য আব্বাস আলী তালুকদার তার স্ত্রীকে গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়। ফলত তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। পুঁজিবাদী সমাজের এইসব অর্থ পাগল মানুষদের নৈতিক অবক্ষয় এখানে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত -

> "মেরী : না আমি তোমাকে ধরিয়ে দেব। আমি সব বলে দেব।
>
> তালুকদার : [গলা টিপে ধরে] তুমি তুমি কিছুই বলবে না।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ১২১)

তালুকদারের এমন ভয়াবহ উত্থানের পেছনে অবশ্য যৌক্তিক কারণও আছে। সেটি হলো আর্থিক টানাপোড়েন। আবার এই সভ্য সমাজের প্রতিও তার একটি সঞ্চিত ক্ষোভ ছিল। আসলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার ফলে তালুকদারের মতো লোকেরা সমাজে ফেলে দেওয়া ময়লার মতো। তাদের ক্ষুধার ভয়াবহতা নিয়ে কারোর কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না। না সরকার না সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের। ফলে, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি এক ধরনের হতাশার সৃষ্টি হয় আর এই হতাশা থেকে ক্ষোভ সৃষ্টি হলে তারা বিপথে চালিত হয়। আধুনিক শিল্পায়িত-সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টনের কারণে মানুষ অপরাধপ্রবণ হয় যেমনটা হয়েছিল তালুকদার। মার্ক্সীয়তত্ত্বে বলা হয়েছে সমাজে মানুষের উৎপাদনমুখী ভূমিকা যদি অস্বীকার করা হয় তবে মানুষ হয়ে পড়ে নীতিহীন। তালুকদারের ভাষ্যে -

> "আমার চারপাশে এমন কেউ আছে, যে সুযোগ পেয়ে একবার অন্তত আমার গায়ে থু থু দেয়নি। মাথা ভর্তি দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি বেশ্যার দালালের মতো ভদ্রলোকদের পাঞ্জাবি ধরে টানাটানি করেছি।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১ : ১১৩)

আব্বাস আলী তালুকদার শিল্পপতির পদলেহন করে সম্পদ অর্জন করলেও এ কথা আমাদের অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, সে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি ক্ষোভ থেকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে।

আয়নায় বন্ধুর মুখ নাটকে দুই বন্ধু বাবু ও রানা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করলেও, পরবর্তী সময়ের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশে রানা ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সমাজে যে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয় তাতে বেশিরভাগ মানুষ নীতিহীন এবং পথভ্রষ্ট হয়। রানা এই অসৎ-নীতিভ্রষ্টদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেও কুকর্মে লিপ্ত হয়েছে। একজন সাদাসিধা রানার বেশভূষায় নানা পরিবর্তন এসেছে। ফলে তার নিজের বন্ধু বাবু তাকে চিনতেও পারে না। বাবুর বক্তব্যে রানার বেশভূষা -

> "রানার ঘরের মেঝেতে এখন ঐশ্বর্য্য আর প্রাচুর্য্যরে গড়াগড়ি যায়। রানা, দুই হাতে টাকা ওড়ায়।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৮৯: ৩০)

রানা এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থায় কালোবাজারি ধূর্ত ধান্দাবাজদের ঘাড়ের উপর চেপে অর্থ উপার্জন শুরু করে। রানার এই অধঃপতনের কারণে তার পরিবার ও বন্ধু কেউই কোনো যোগাযোগ রাখে না। অধঃপতিত এই সমাজ ব্যবস্থা রানাকে সবসময় পীড়িত করেছে। বাবু তাকে 'স্বাধীনতার শত্রু' বললে বিবেকের দংশনে সে ক্ষতবিক্ষত হয়। অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু এই সমাজে বাবু মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু চাকরির জন্য তাকে চিঠি দিতে হয় হেদায়েতুল্লাহর কাছে। যারা কিনা এই স্বাধীন বাংলাদেশকে দোজখ বানিয়ে ফেলেছে। অর্থ-প্রতিপত্তির প্রতিভূ কাশেম আলী বাবুর স্ত্রীকে হয়রানি করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অর্থ-প্রতিপত্তি যেমন রানাকে ধ্বংস করে দেয় তেমনি অভাবের তাড়নায় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। শিক্ষক পিতার আকাঙ্ক্ষা যে বাবুকে ঘিরে ঘোষিত হয়, তা নিরাশায় পর্যবসিত হয়। বাবার মন্তব্য -

> "পিতার অস্তিত্ব নিয়ে দুরন্ত দুর্বৃত্ত সন্তানদের দিকে তেড়ে যাবো, সে শক্তিই বা কোথায়, মর্যাদাই? সব তো কেড়ে নিয়েছে!" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৮৯ : ৪৩)

এখনও ক্রীতদাস নাটকটিতে নৈরাশ্য ও অবক্ষয়ের প্রধান কারণ ক্ষুধা। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে বাংলাদেশ মোকাবিলা করে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার সাথে। নাটকে বাক্কা মিয়াকে খাবারের জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় স্ত্রী কান্দুনি আর কন্যা মর্জিনার দিকে। কর্মহীন পঙ্গু বাক্কা মিয়া ক্ষুধার জ্বালা নিভৃত হয় না। তাই সে চিৎকার করে বলে -

> "বাক্কা : আমার খিদা লাগছে ... খাওন দে..." (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ১৫৬)

ক্ষুধার এই জ্বালা থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন সম্পর্কে তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। যেখানে বাক্কা মিয়া বলছে -

> "ওই শালা বেক্কল, আমি যদি আসল মুক্তিবাহিনী হই তাহলে দেশে জায়গা পাই না ক্যান? ঘর নাই ক্যান? বাড়ি নাই ক্যান? বাপ-দাদার ভিটা গেল কই!" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ২১০)

আবার তার স্ত্রী কান্দুনি মানুষের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে খাবার চুরি করে ধরা পড়লে, কাজের মালিক তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কান্দুনির ভাষ্যে বাড়িওয়ালার ক্লেদাক্ত চেহারা অবলোকন করতে পারি। বাড়িওয়ালা মদ্যপ ও কাজের মেয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। আসলে উচ্চবিত্ত শ্রেণি টাকার নেশায় এতটাই মত্ত হয়ে যায় যে, সে কাজের লোকেদের মানুষ বলে বিবেচনা করে না। কান্দুনির মতো এই শ্রমিকদের আড়ালে চরম নিষ্ঠুর বাস্তবতা আবদুল্লাহ আল-মামুন তুলে ধরেছেন। আবার পঙ্গু বাক্কা মিয়া কান্দুনির জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে না পারায় সে হারেসের দিকে ঝুঁকে যায়। মেয়ে মর্জিনাকে ফিল্মে কাজের নাম করে তার সম্ভ্রম হানি করে কাজীর দল। আসলে আদম ব্যবসার টার্গেট হয় এই বস্তি। সমালোচক বলেছেন–

> "এখনও ক্রীতদাস এর মূল চরিত্র বাক্কা মিয়ার ভেতর দিয়ে একটি নিষ্করুণ, শুকিয়ে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া, পুড়িয়ে যাওয়া জীবনকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এ নাটকের মূল চরিত্র বাক্কা মিয়ার ভেতর দিয়ে যে অবক্ষয় দেখিয়েছেন নাট্যকার তা মানুষের অবক্ষয় হিসেবে আবার বাংলাদেশের সামগ্রিক অবক্ষয় হিসেবে দেখেছেন।" (ড. সাবিরা মনির ২০০৭ : ১৫৮)

বাংলাদেশে নানা কারণে নারীরা পতিতা বৃত্তিতে সম্পৃক্ত হয়। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো অর্থনৈতিক সংকট। একসময় রংপুরে ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় যৌনবৃত্তিতে নাম রেজিষ্ট্রি করাতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে এ নাটকে তহুরুন এমন হীনকাজে লিপ্ত হয়েছে। *তোমরাই* নাটক মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর তরুণ সমাজের অবক্ষয় ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারগুলোর হতাশার কথা এসেছে। ১৯৭১ সালে স্বশরীরে যুদ্ধ করার পরেও কান্তার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র চালিকা শক্তি সেলাই মেশিন। সেলাই মেশিনটি যেন কান্তার এই প্রতিচ্ছবির আড়ালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দৈন্যদশার চিত্র। এছাড়াও ননী ব্যানার্জী ও আকবর আলীর ভেতর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন ফুটে উঠেছে। যেখানে তাদের জীবিকার একমাত্র সম্বল স্বাধীনতাবিরোধী হায়দার আলী কেড়ে নিতে চায়। তাদের উৎখাত করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা আকবর মৃত্যুবরণ করেন। মুক্তিযোদ্ধা কান্তা ও কবিরের ছেলেকে (রঞ্জু) হায়দার আলীর মতো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্র এই তরুণ সমাজকে সঠিক কর্মসংস্থান ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে না পারায়, তারা সময়ের বিপরীত স্রোতে গা ভাসিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। ফলে রঞ্জুর দল মুক্তিযোদ্ধাদের উচ্ছেদ করতে শাঁসিয়ে যায়। কিন্তু তারা জানে না তাদের জন্যই দেশ স্বাধীন হয়েছে। রঞ্জুদের এই বোমাবাজি-রাহাজানি-ছিনতাই সম্পর্কে কান্তা বলেছে -

> "আমাদের কমিটমেন্ট কি আমরা রাখতে পেরেছি? আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে আমরা কি স্বাধীনতার মানে বোঝাতে পেরেছি।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ২৩৪)

তাদের এই অবক্ষয়িত রূপের কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক ষড়যন্ত্র ও রাজাকারদের পুনর্বাসন। আর এই সুযোগে তরুণ সমাজকে বিপথে চালিত করছে ক্ষমতার অপব্যবহারকারী কিছু নরপশু। তাদের চিন্তা হচ্ছে:

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আলী হায়দার : একটা সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে এখনকার ইয়ং জেনারেশনটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান হাতিয়ার। এই জেনারেশনটাকে পেছনের দিকে তাকাতে দেয়া যাবে না।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১ : ২৫০)

তৃতীয় পুরুষ নাটকটিতে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আসল মুক্তিযোদ্ধা ও তার পরিবারের অবমূল্যায়ন অন্যদিকে নকল মুক্তিযোদ্ধাদের দৌরাত্ম্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ নাটকে ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা জাফর আলবদর কর্তৃক অপহৃত হয় এবং মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী তার স্ত্রী লায়লার সংঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে। জাফর স্মরণ সভার নামে মিথ্যে আস্ফালন তাকে নিরাশ করেছে। একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হয়েও লায়লা তার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা পায়নি। মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে ঘিরে শোকসভা, উঁচু মঞ্চে মানুষের মিথ্যে কথার ফুলঝুড়ি তাকে মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিরাশায় পর্যবসিত করেছে। ফলে সে স্বেচ্ছা নির্বাসনে কক্সবাজার চলে যায়। আবার জাফরের বন্ধু ইমাম মুক্তিযুদ্ধের নাম করে নয় মাস পালিয়ে বেড়ায়। ব্যাংকের টাকা লুট করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ জায়গায় থাকলেও তার মন সংকীর্ণ থেকে যায় অথচ মুক্তিযুদ্ধের আগের সব মিছিল-মিটিংয়ে সে সরব ছিল। সে আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান; কেরানি পিতার সন্তান ইমাম ছদ্মবেশী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহন করত। ফলে ব্যাংকের টাকা দেখে সে তার প্রবৃত্তি দমন করতে দেয়নি। ইমামের অবক্ষয়িত মানসিকতার পরিচয় তার নিজের কথা থেকে পরিস্ফুট হয় -

> "অভাব, অভিযোগ, গরীবি, এসবের বিরুদ্ধে আমার একটা চাপা আক্রোশ ছিল বরাবর। নিজেকে চিনতে আমি ভুল করিনি। অসম্ভব এ্যাম্বিশন আমাকে সারাক্ষণ তাতিয়ে রাখত।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৩৯৫: ৩৮)

মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার অসহায় অবস্থায় ছিল। মৌলবাদ ও নকল মুক্তিযোদ্ধাদের দৌরাত্ম্য তাদের জীবন অনিশ্চিত করে দিয়েছিল। ইমাম তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জাফরের স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। যুদ্ধের আগে থেকে তার কামনার আগুন যুদ্ধের পরবর্তীতে আরো প্রজ্জ্বলিত হয়। অথচ বিশৃঙ্খল এই পরিবেশে তার আশ্বাসের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সে দেয়নি।

কোকিলারা নাটকে যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষশাসিত সমাজের অবক্ষয়িত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম স্তরের কোকিলা গ্রাম থেকে শহরে আসে। সেখানে বাড়ির কর্তার ভাতিজা তাকে ধর্মের দোহাই দিয়ে জৈবিক লালসা চরিতার্থ করে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাবানদের ঘৃণ্য রূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে কোকিলা গর্ভবতী হলে সর্বসাকুল্যে তাকে দোষী করা হয় এবং চোর সাব্যস্ত করে জেলে পাঠানো হয়। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকার কারণে কোকিলার উপর এমন নির্যাতন করা হয় এবং তাকে মিথ্যে চুরির মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে যথাযথ বিচার না হওয়ায় তার মধ্যে আশাহীনতার সৃষ্টি হয়। সে বলে -

> "কোকিলা : কিন্তু আমি কুনো পাপ করি নাই। আল্লার সেরা জীব মানুষেরে বিশ্বাস করা কি তাইলে পাপ? এক পুরুষের বাচ্চা আমারে ধোকা দিয়া পার পাইয়া গেল। সোন্দর সমাজের মাঝখান দিয়া হাইট্টা গেল গা। অহনও হাটতাছে। আর আমি? আমি তার পাপের বোঝা টানতাছি।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ২৯৬)

দ্বিতীয় কোকিলা অতি ধর্মপরায়ণ ও পতি নিষ্ঠায় একনিষ্ঠ গৃহিণী। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় তার স্বামী হাবিব খন্দকার তাকে রেখে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। হাবিব বলে -

> "কোকিলা : হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঠক, জোচ্চোর, বদমাস, লম্পট, এই, এই আমার আসল রূপ। তোমার সঙ্গে পঁচিশ বছর বসবাস করে আজ আমি ক্লান্ত। আমার ভাল লাগে না।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৩১৫)

সমাজে হাবিবের মতো লোকের আধিপত্যের কারণ মূলত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা 'Kate Millett' রচিত *Sexual Politics* গ্রন্থে–

> ÒThe term ÒpoliticsÓ shall refer to power-structured relationship, is arrangements whereby one group of persons is controlled by another. Ó (Kate Millet 2000: 23)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই রাজনীতির মূলে রয়েছে ক্ষমতা। যেটি হাবিব খন্দকার দেখিয়েছে। হ্যারিয়েট টেইলর এর *Enfranchisement of Women* গ্রন্থে ১৮৫১ সালে নারীর অধিকার সম্পর্কে ৩টি বিষয়ের কথা বলেছেন। যার মধ্যে একটি হল– "নারীর জন্য অর্থনৈতিক সমতা বিচার" - নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে সামাজিক অধিকারের অর্ধেক বাস্তবায়ন হয়। ১৯৪৯ সালে সিমোন দ্যা বোভেয়ার তাঁর *The Second Sex* গ্রন্থে দেখান পুরুষশাসিত সমাজে নারী অন্যসত্তা (Other)। সেখানে পুরুষ হল বিষয় (Subject), নারী বিষয়ী (Object)। ফলে বিষয়ী সবসময় বিষয়ের অধীন। আর এই অধীনস্ততা শোষিত হবার একমাত্র কারণ। এ গ্রন্থে বোভেয়ার আরো বলেন পুরান, ধর্ম, সামাজিক ইতিহাস ও নারী নিয়ে তথাকথিত প্রচলিত ধারণাতে নারীকে সন্তান ধারণ, দুগ্ধ সেবন, পরিচর্যা ও উৎপাদনের মধ্যে পুরুষশাসিত ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

উজান পবন নাটকে সংস্কৃতি ধ্বংসের অপচেষ্টা রয়েছে। এ নাটকটিতে মাটির গান শুনে প্রেমিকা কেঁদে ভাসিয়ে দেয় কেননা সে এই গান কোনো অনুষ্ঠানে গাওয়ার জন্য চর্চা করেছিল। নাটকের মাস্টার যুব-সমাজের এই অপসংস্কৃতি রুখতে চেষ্টা করেছিল। আবদুল্লাহ আল-মামুন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অপসংস্কৃতির দিকটি তুলে ধরেছেন। আবার এ নাটকে কারখানার শ্রমিকদের শ্রেণি-সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। নামমাত্র মূল্যে শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নেওয়া হলেও তারা তাদের সেই পারিশ্রমিক থেকেও বঞ্চিত হয়। অপরদিকে সৎ কর্মজীবীরা তাদের জীবিকার আশা হারায়, দৈনন্দিন ব্যয়-ভার বহন করতে না পেরে নৈরাশ্যের শিকার হয় এবং ধার করে জীবন নির্বাহ করে। এ নাটকে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক-সামাজিক নানা নিরাশা ও অবক্ষয় ফুটে উঠেছে। পকেটমার শ্রেণির উদ্ভব মূলত অর্থনৈতিক অসঙ্গতি ও মৌলিক অধিকার বঞ্চনা থেকে। আবার দেশের মূল চালিকাশক্তি চাষাকে অবমূল্যায়ন করেছে দ্বিতীয় কর্মীটি। তাকে গালি দেওয়া হয়েছে চাষা বলে। অথচ বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি। স্বাধীনতা-উত্তর অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি নিয়ে রচিত *উজান পবন* নাটকটি।

স্পর্ধা নাটকে একটি জেনারেশনের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক জীবন-বাস্তবতায় পিতামাতার অবদানকে কীভাবে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে তার বাস্তবসম্মত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। ছেলে রবি নতুন বাড়ি করলেও সেখানে পিতামাতার জন্য কোনো কক্ষ বরাদ্দ রাখেনি। এর মধ্য দিয়ে পরিবার ভাঙ্গনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে তার স্ত্রীর শ্যালক বলেছে -

> "লাড্ডু : বলি আপনারা কি নতুন বাড়ির প্লানটা দেখেছেন? ওই প্লানে আপনাদের কোনো জায়গা নেই।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৯১: ৩৬৫)

অথচ পিতা ভেবেছিলেন নতুন বাড়িতে তিনি একটি ফুলের বাগান করবেন। তাঁর এই আশা নিরাশায় পরিণত হয়। রবির স্ত্রী এবং বোনের কোনো সম্মানসূচক ব্যবহার নাটকে দেখা যায়না। যেমন -

> "লিমা : বাবা তো মাকে হারিয়ে দেবদাস হয়ে গেছে। কেমন চোখ গোলগোল করে তাকায়। বাবাকে যা ভয় করে। আমি তো বলার পর তোমাদের জামাইকে অনেক বলে কয়ে রাজী করলাম। সেও কি রাজি হয়? বলে বুড়োটুড়োর ঝামেলা বাড়িতে এনো না।" (আবদুল্লাহ আল-মামুন ১৯৯১: ৩৮৫)

মা অসুস্থ হলেও তারা ঘরে দেখতে পর্যন্ত আসে না। আবদুল্লাহ আল-মামুনকে জেনারেশনের এই ভয়াবহ অবক্ষয় সবসময় পীড়িত করেছে। এ নাটকে অর্থের নেশায় অন্ধ হয়ে যাওয়া রবি পরবর্তীতে দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত হয়ে যায় এবং তার সব সম্পত্তি নিলামে ওঠে। যান্ত্রিক সভ্যতায় শহুরে মানুষের আত্মার সংকীর্ণতা, অর্থের মোহ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে। একান্নবর্তী পরিবারের সংস্কার এককেন্দ্রিক হয়ে (পুঁজিবাদীর ফসল) মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি।

সমাজে বসবাস করতে হলে সমাজ স্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি সমাজ স্বীকৃত এসব পন্থা অবলম্বন না করে তাহলে সমাজে সংহতি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। সামাজিক রীতিনীতির পরিপন্থী এসব আচরণই সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় 'বিচ্যুত আচরণ'। রবি, কনা, লিমার আচরণ বিচ্যুত আচরণের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত। ব্যক্তির এসব আচরণ, সামাজিক রীতিনীতির পরিপন্থী। রবির এই বিচ্যুত মানসিকতা এক ধরনের অপরাধ। ফলে সে দুর্নীতির দিকে ধাবিত হয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মাইক মাস্টার নাটকের যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অবমূল্যায়িত মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতির আড়ালে কুৎসিত কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। যেখানে মাইক মাস্টার হযরত আলী সরাসরি মুক্তিযোদ্ধা হয়েও সমাজ ও পার্টির কাছে অবহেলিত। আবদুল্লাহ আল-মামুন মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন নিয়ে সবসময় উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং সমাজে মুক্তিযোদ্ধারা যে অবহেলিত সে বিষয়টি তাঁকে সবসময় পীড়িত করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যাদের জন্য অর্জিত হয়েছে সেই হযরত আলীরা স্বাধীনতা পরবর্তী মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হয় এবং তিনি নাতির অন্যায় মৃত্যুর জন্য পার্টির কাছে কোনো সাহায্য পাননি। নেতাদের কাছে এটা খুবই মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শাসকশ্রেণি কর্তৃক ক্ষমতা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেছে অথচ দেশের মানুষেরা মৌলিক অধিকার বঞ্চিত। সমাজ, রাজনীতি ও মানুষের নানা অবক্ষয়িত রূপ *মাইক মাস্টার* নাটকটি। শেষদিকে হযরত আলী ক্ষুধাকে অনেক কিছুর সাথে এক করে দেখেছেন। মাইক মাস্টার বলেছেন -

> “ক্ষুধা দুর্বাসা মুনির ক্রুদ্ধতা নিয়ে মানুষকে তাড়া করে বাংলাদেশে, ইথিওপিয়ায়, সোমালিয়ায়, রুয়ান্ডায় এবং আরো কতো কতো জনপদে। আমি তো ক্ষুদ্র এক হযরত আলী ক্ষুধার সঙ্গে যুদ্ধে আমি এক টোকাই।” (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৪৫০)

মেরাজ ফকিরের মা নাটকে ধর্মীয় সংকীর্ণতার আড়ালে মূল্যবোধের ক্ষয় দেখানো হয়। যেখানে মেরাজ তার মাকে (আলোরানী) তরবারি দিয়ে হত্যা করতে উদ্ধত হয়। মেরাজ ও গেদা ফকির ধর্মের নামে নানা ফন্দি-ফিকির করে অশিক্ষিত মানুষকে পানি পড়া খাইয়ে বোকা বানায়। গেদা ফকির কাশেম আলীর স্ত্রীর পেটে আলকাতরা দেয়। কেননা কাশেম আলীর স্ত্রী স্বামীকে জমির কাজে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে ধর্মীয় বিধানে চার বিবাহের দোহাই দিয়ে গেদা ফকিরের তিন স্ত্রী গ্রহণ অবক্ষয়ের অন্যতম দিক। ধর্মীয়তা সংকীর্ণতা ও মনগড়া ধর্মের ব্যবহার পলাশপুর গ্রামের নানা অবক্ষয়ের মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশের অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন আবদুল্লাহ আল-মামুন।

মেহেরজান আরেকবার নাটকটিতে হাজীর মাধ্যমে মৌলবাদী কার্যক্রম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে রাজাকার পুনর্বাসন হাজীদের মতো লোকেদের উত্থানের একমাত্র কারণ। উত্থানের ফলে তারা আবার পাকিস্তানি কায়দায় দেশ দখলের পাঁয়তারা করতে থাকে। হাজীর মাধ্যমে নাটকে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। হাজীর সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতা তার বয়ানে -

> “হাজী : বারুদ আর বোমের বাক্স একলগে, আর পিস্তল বন্দুক একলগে। ভুলভাল করলে—যা, তাড়াতাড়ি কর। বুজলা হরমুজ আলী, বহুত ডেঞ্জারাস মাল এইগুলি। এট্টু দেইখা রাইখো। অবশ্য বেশি দিনের ব্যাপর না। ঈদের দিনেই ইনশাল্লা তোমার ঘর খালি হইয়া যাবে।” (আবদুল্লাহ আল-মামুন ২০২১: ৪৮৪)

আবদুল্লাহ আল-মামুন তাঁর নাটকে মানুষের নৈরাশ্য ও অবক্ষয়ের নানারূপ দিক তুলে ধরেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে নকল মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের হীনকাজ যেমন তুলে এনেছেন তেমনি যুদ্ধ পরবর্তী তাদের একই ঘৃণ্যরূপ নানাভাবে চিত্রায়িত করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ বাংলাদেশের কর্মসংকট, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা, শ্রেণিবিভাজিত সমাজে অসম বণ্টন। সদ্য স্বাধীন দেশের অবস্থা যেহেতু তলাবিহীন ঝুড়ির মতো ছিল তাই ছিঁচকে চোর ও পকেটমারের উদ্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থা সমাজের মানুষকে নিম্ন প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করেছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল নানা অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও লুণ্ঠন। আবদুল্লাহ আল-মামুন যেমন স্বাধীনতা-উত্তর সমাজে যোগ্যদের অবমূল্যায়ন-কর্মসংকট-নীতিবোধের ক্ষয়ে যাওয়া রূপ তুলে এনেছেন, তেমনি পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে নারীর চিরায়িত সংস্কারের অবমাননা তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা, রাজাকারদের আস্ফালন ঘুরেফিরে এসেছে। তিনি এ সময়কার তরুণদের পথভ্রষ্টতা গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করেছেন। ফলে তাঁর নাটকের বহুবিস্তৃত প্রেক্ষাপটে তরুণ সম্প্রদায়ের বিপথগামীতার নানা চালচিত্র বিষয় হিসেবে স্থান নিয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা, মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন, রাজাকার পুনর্বাসন অর্থাৎ স্বাধীনতা-উত্তর দুই যুগের নানা আলোড়ন বিলোড়ন তাঁর নাটকে আনুষাঙ্গিক বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 401 - 411
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

Kexi, W. †mvjvqgvb (২০১৪), *আবদুল্লাহ আল-মামুনের নাটক : বিষয় ও পরিচর্যা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
মামুন, Ave`yjøvn Avj (২০২১), *নির্বাচিত নাটক,* ঢাকা : নালন্দা প্রকাশনী।
- (১৯৯০), *শপথ,* ঢাকা : মুক্তধারা।
- (২০২১), *এবার ধরা দাও,* ঢাকা : মুক্তধারা প্রকাশনী।
- (১৯৮৯), *আয়নায় বন্ধুর মুখ,* ঢাকা : মুক্তধারা।
- (১৯৮৬), *অরক্ষিত মতিঝিল,* ঢাকা : থিয়েটার।
- (১৯৮৮), *দূরপাল্লা,* ঢাকা: কথন প্রকাশনী।
- (১৯৯১), *তিনটি পথনাটক,* ঢাকা : মুক্তধারা।
- (১৯৯২), *দ্যাশের মানুষ,* ঢাকা : মুক্তধারা।
Ñ (1395), *Z…Zxq cyiæl*, XvKv: K_b cÖKvkbx
gRyg`vi, iv‡g›`y (১৯৯৯), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : ফিরে দেখা*। ঢাকা : থিয়েটার।
- (২০০১), *আবদুল্লাহ আল-মামুন : সৃজনে ও মননে,* (৩৭ তম সংখ্যা) ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী।
gwbi, W. mvweiv (2007), *evsjv‡`‡ki bvU¨PP©v*, XvKv:i¨vgb cvewjmvm©
Millet, Kate (2000). *Sexual Politics*. Chicago : University of Lllinois Press